The Four Sahibzadas

BENGALI

PUBLISHED BY AKAAL PURKH KI FAUJ

চার সাহেবজাদা

বড়ো সাহেবজাদা

সাহেবজাদা অজিত সিংহ :

২৬ জানুয়ারী ১৬৮৭ সালে 'পাওণ্টা' তে থাকার সময়ে, গুরু জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহেবজাদা অজীত সিংহের জন্ম, মাতা সুন্দরীর কোলে। পরের বছরে গুরু সাহেব আনন্দপুর ফিরে আসলেন, যেখানে অজীত সিংহ কে শিখ ধর্ম অনুযায়ী মানুষ করা হয়েছিল।

বাবা অজীত সিংহের শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষা, দর্শন, ইতিহাস সংযুক্ত ছিল, ঘোড়ায় চড়া, তালোয়ারবাজী, তীরন্দাজের মতো পৌরুষের খেলা গ্রহণ করেছিলেন। উনি বড়ো হয়ে একটা সুদক্ষ,শক্তিশালী, বুদ্ধিমান এবং মানুষের প্রকৃত নেতৃত্বের অধিকারী হয়ে ছিলেন।

প্রতি সন্ধ্যায়, উনি নিজের ছোট ভাই বাবা যুঝার সিংহ এবং বন্ধুদের কে নিয়ে দুটো ব্যাটালিয়ন তৈরী করে তলোয়ার ও তীর নিয়ে যুদ্ধ অভ্যাস করতেন। গুরু গোবিন্দ সিংহ জী এদের সামরিক মহড়া দেখে গর্বিত অনুভব করতেন।

১৬৯৯ বৈশাখীর দিনে, গুরু গোবিন্দ সিংহ জী আনন্দের নগরী 'আনন্দপুর সাহিবে' খালসা নামে নতুন শিখ সমুদায় নির্মাণ করলেন। দীক্ষা নেওয়ার নতুন ঐতিহ্য আরম্ভ করলেন। গুরু গোবিন্দ সিংহজীর সুপুত্র বাবা অজীত সিংহ, বাবা যুঝার সিংহ এবং হাজার হাজার ভক্তগণ দীক্ষা নিলেন।

বাবা অজিত সিংহ শক্তিশালী এবং সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। উনি প্রারম্ভিক জীবনে গুরু জীর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতেন এবং অনেক বার বিস্ময়কর কাজ করে সবাই কে অবাক করে দিতেন। কোনো বিপদ ওনাকে ওনার কাজ থেকে বিরত করতে পারেনি।

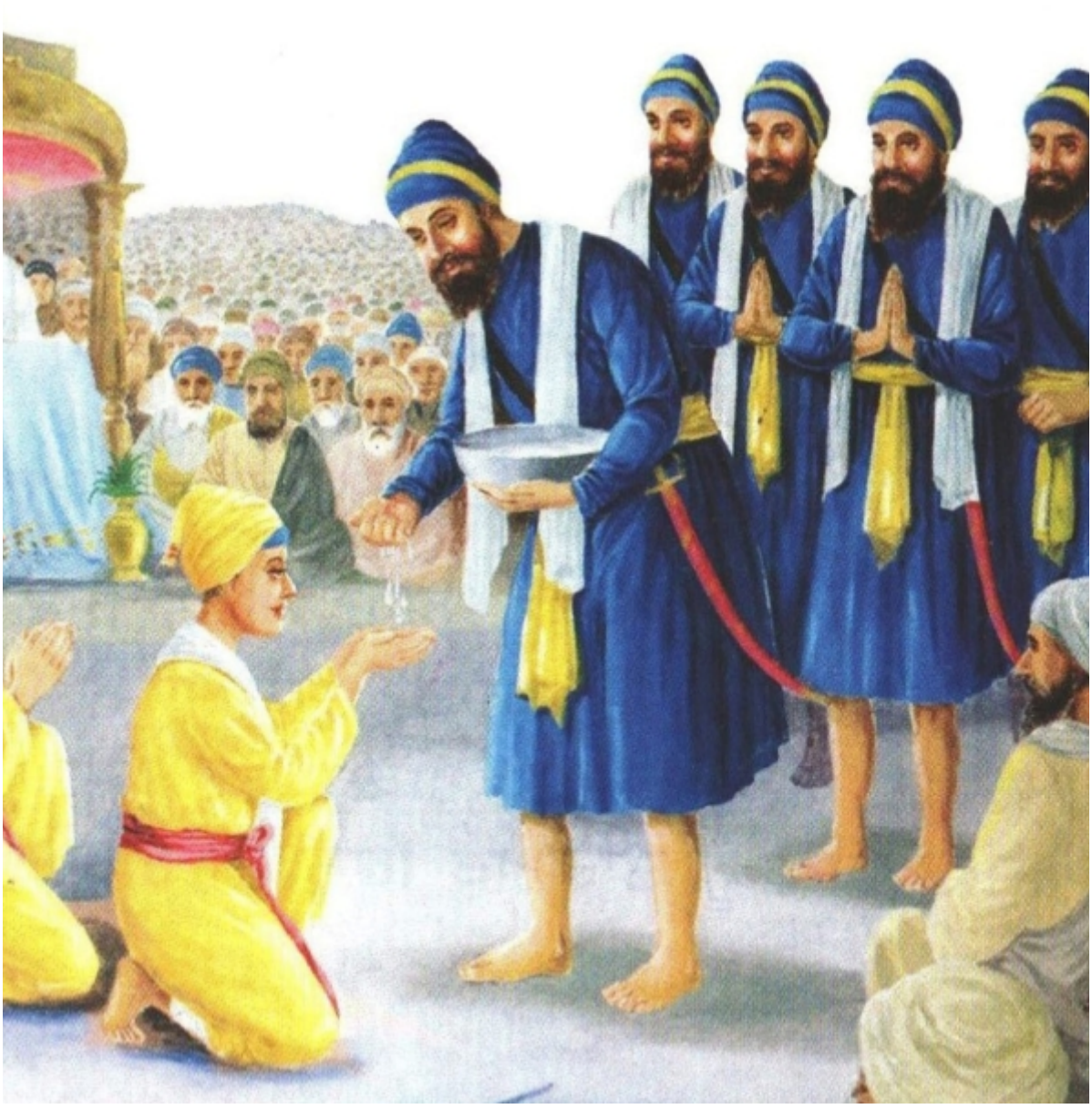

খালসা স্থাপিত হওয়ার কিছু দিন পরে ওনার দক্ষতার পরীক্ষার সময় এসে গেল। পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম এলাকা (পোঠোহারে)র সঙ্গতের ওপরে (নূহ)গ্রামের রঙ্ঘড়রা সাতলুজ নদীর পাশে আক্রমণ করে লুঠ করেছিল। গুরু গোবিন্দ সিংহজী বাবা অজীত সিংহ কে সামরিক দায়িত্ব দিয়ে ওই এলাকায় পাঠিয়েছিলেন,শুধুমাত্র যখন তার বয়স ছিল ১২ বছর। বাবা অজীত সিং ১০০ জন শিখ সৈনিক নিয়ে ১৬৯৯ সালের ১৩ ই মে ওই গ্রামে পৌঁছন এবং রাঙ্ঘাড় দের কে শাস্তি দিয়ে লুটের মাল পুনরুদ্ধার করেন।

পরের বছরে একটা কঠিন কাজ ওনাকে দেওয়া হলো, যখন পাহাড়ি রাজা সাম্রাজ্যবাদী সেনার সহযোগ নিয়ে আনন্দপুরে আক্রমণ করল। আক্রমকারীদের প্রথম লক্ষ্য তারাগড় রক্ষা করার দায়িত্ব বাবা অজীত সিংহ কে দেওয়া হলো। ওনার সহযোগী সৈনিক ভাই উদয় সিংহ প্রথম আক্রমণ কে অসফল করে দিলো। এই ঘটনা ২৯ আগস্ট ১৭০০ তে হলো । অক্টোবর ১৭০০ তে নির্মোহগড়ের যুদ্ধতে ও অনেক সাহসের প্রমান দিলেন।

১৫ মার্চ ১৭০১ এ শিয়ালকোট জেলার দারাপ এলাকার সঙ্গত কে গুজ্জার এবং রাঙ্ঘাড়রা আক্রমণ করে এবং সাহেবজাদা অজীত সিংহ ওদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান করলেন।

এক সময় এক ব্রাহ্মণ গুরু গোবিন্দ সিংহ জীর কাছে এসে অনুরোধ করলো যে হোশিয়ারপুরের পাঠান রা ওর সদ্য বিবাহিত স্ত্রী কে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছেন। গুরু জীর নির্দেশে বাবা অজীত সিংহ একশো অশ্বারোহী কে নিয়ে ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে পুনরুদ্ধার করলেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়ে পাঠান দের কে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হলো। বর্তমানে এই ঘটনার স্মরণে বস্সী তে একটা গুরুদ্বারা স্থাপন করা হয়েছে।

গুরু গোবিন্দ সিংহ জীর খালসা পন্থ স্থাপিত করা বাদশাহ ঔরংজেবের ভালো লাগলো না। আর কাউ কে "সচ্চা পাতশাহ" বলা ওর জন্য অসহনীয় ছিল, কেন যে শিখ রা গুরু গোবিন্দ সিংহজী কে " সচ্চা পাতশাহ" বলেন। গুরু জীর নামযশ এবং উন্নতির ওপরে নজর রাখার জন্য ঔরংজেব নিজের সেনাপতি দের কে আদেশ দিলেন। শিখদের কে আনন্দপুর থেকে তাড়াবার জন্য পাহাড়ি রাজারা এবং মুঘল সেনাপতি বিভিন্ন ধরণের চেষ্টা করলেন।

পাহাড়ি রাজাদের এবং মুঘল সেনার যুক্ত বাহিনী ১৭০৫ সালের মে মাসে আনন্দপুর নগরের দিকে আক্রমণ করে ঘিরে নিলো। কয়েক মাস ঘেরাও থাকার ফলে জিনিস পত্রর অভাব শুরু হয় এবং গুরুজী ও শিখরা ওদেরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। নিজের বিপদ বুঝে আক্রমণকারীরা বিরক্ত হয়ে গুরু সাহেব এবং শিখদের কে বের হওয়ার জন্য নিরাপদ রাস্তা দেওয়ার কথা বললেন, যদি তারা আনন্দপুর খালি করে দেন ।

এই আনন্দপুরের লম্বা সংঘর্ষে সাহেবজাদা অজীত সিংহ আবার নিজের সাহস এবং বুদ্ধিমত্তা প্রমান করলেন। সাহেবজাদা অজীত সিংহ কে রিয়ারগার্ডের কমান্ড দেওয়া হয়েছিল, আক্রমণকারীরা পেছন থেকে মাটি টিব্বা পাহাড়ে হামলা করলেন। অজীত সিংহ এবং ভাই উদয় সিংহ বাকি শিখদেরকে সর্সা নদী পার করা পর্যন্ত শত্রু দেরকে আটকে রাখলেন। পরে ভাই উদয় সিংহ শত্রু দের কে একাই আটকে রাখলেন এবং অনেক জনকে মেরে নিজে শহীদ হয়ে গেলেন।

বাবা অজীত সিংহ নিজের পিতা, ছোট ভাই যুঝার সিংহ এবং পঞ্চাশ জন শিখ সঙ্গে নিয়ে সর্সা নদী পার করে নিলেন, আগে গিয়ে রোপার কাছে হামলায় কিছু জন শহীদ হয়ে গেলো এবং ৬ ডিসেম্বর ১৭০৫ এ বিকালে চামকৌর পৌঁছলেন।

ওখানে দেয়াল ঘেরা গড়হিংলাজ (কেল্লা)তে পজিসন নিয়ে নিলেন। মালেরকোটলা এবং সারহিন্দ থেকে শত্রুপক্ষের সেনারা এবং স্থানীয় গুজ্জার এবং রাঙ্ ঘআড় খবর পেয়ে চামকৌরকে চারিপাশে থেকে ঘিরে ফেললেন। তারা গড়িহকে কঠোর পাহারা দিয়ে ঘিরে নিলো।

গুরু গোবিন্দ সিংহ জীর লেখা জফরনামা অনুযায়ী ৭ ডিসেম্বর ১৭০৫ সূর্যোদয়ের সময় একটা অসম কিন্তু ভয়ানক যুদ্ধ হলো এবং চল্লিশ জন মিলে দশ লক্ষ জনের সাথে যুদ্ধ করলেন। গোলাবারুদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পাঁচ-পাঁচ জনের দল তৈরী করে তলোয়ার ও বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করলেন।

প্রথমে কয়েক শত মুঘল সৈন্য দের মেরে পাঁচ জন শিখযোদ্ধা শহীদ হলেন, (দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দল ও ওনার পথ অনুসরণ করলেন), দুর্গের ওপরে পাহারাগত অবস্থায় একটি স্থানে বসে গুরু জী ভয়াবহ যুদ্ধের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন।

সাহেবজাদা অজীত সিংহ জী, গুরুজীর থেকে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। গুরুজী ওনাকে হাসিমুখে আশীর্বাদ দিয়ে শিখদের সাথে যুদ্ধে পাঠালেন। যুবক সাহেবজাদা শিখদের সঙ্গে যখন দরজা থেকে বের হলেন সারা ময়দান 'সৎ শ্রী অকাল' ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো ।

মুঘল সৈনিক-রা শাহেবজাদা-কে চারি দিক থেকে ঘিরে নিলেন। উনি তীরের বর্ষা দিয়ে ওদের-কে কাছে আসতে দিলেন না। ওরা আবার হামলা করল কিন্তু শিখ সৈনিকরা ময়দানে লাফিয়ে পড়লেন। বাবা অজীত সিংহ এবং ওনার সাথী সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করলেন কিন্তু ওদের তীর শেষ হয়ে গেলো। বাবা অজীত সিংহ ঘোড়ায় চড়ে ওদের ভেতরে ঢুকে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করলেন। এক জন সৈনিক সাহেবজাদা কে নিশানা করে তীর ছাড়লো। উনি নিজেকে হামলা থেকে বাঁচিয়ে নিলেন কিন্তু ওনার ঘোড়া খুবই আহত হয়ে গেলো। ওনাকে একলা দেখে শত্রুরা চারি দিক থেকে ঘিরে নিলো। ১৯ বছরের সাহেবজাদা ভয়ানক লড়াই তে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে গেলেন।

যেখানে উনি শহীদ হয়ে ছিলেন, সেখানে ওনার স্মৃতি-তে গুরদ্বারা কতলগড় সুশোভিত আছে এবং পরবর্তী যুদ্ধ ওনার ছোট ভাই যুঝার সিংহ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সাহেবজাদা যুঝার সিংহ

সাহেবজাদা যুঝার সিংহ, গুরু গোবিন্দ সিংহ জীর দ্বিতীয় সুপুত্র ছিলেন এবং মাতা জীতোজী আনন্দপুর সাহিবে ১৪ মার্চ ১৬৯১ তে ওনার জন্ম দিয়েছিলেন। ওনার দাদা সাহেবজাদা অজীত সিংহের মতন উনি-ও যুদ্ধ কৌশল এবং ধর্ম গ্রন্থের শিক্ষ্যা নিতে আরম্ভ করলেন। ১৬৯৯ তে যখন ওনার আট বছর বয়স ছিল উনি খালসার দীক্ষা নিলেন।

১৭০৫ এ শত্রু সেনা আনন্দপুর ঘেরাও করে শিখদেরকে আনন্দপুর ছাড়তে বাধ্য করে দিল। সাহেবজাদা যুঝার সিংহ তখন পনেরো বছর বয়স। উনি নির্ভীক, সাহসী এবং সুদক্ষ সৈনিক হয়ে গিয়ে ছিলেন। উনি সর্সা নদীর স্রোতকে কাটিয়ে নিজের দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন এবং ৬ ডিসেম্বর ১৭০৫ রাত্রি বেলায় চমকৌর পৌঁছে গেলেন।

পরের দিন সকালেই যখন গড়িহর (কেল্লা) ওপরে হামলা হয় তখন গুরুজীর সাথে ওনার দুটি সুপুত্র এবং চল্লিশ জন শিখ সঙ্গে ছিলেন। যখনই ওনার হাতিয়ার গুলো শেষ হতে চললো, উনি পাঁচ-পাঁচ জনের দল করে নিলেন এবং এক এক করে হাতের লড়াই আরম্ভ করার প্রস্তুতি নিলেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহ জী দুই সাহেবজাদা কে নিয়ে গড়িহর ওপারে চলে গেলেন, যেখান থেকে পুরো যুদ্ধের দৃশ্য দেখা যাচ্ছিলো। বিপরীত পরিস্থিতি তে একটা বড়ো মোকাবিলার পুরো যুদ্ধ নীতি তৈরী করা হলো। শিখ সৈনিক হাতিয়ার নিয়ে তৈরী হয়ে গেলেন এবং দুই জন সাহেবজাদা ও যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে গেলেন।

শত্রুর সামনে নিজেরা অনেক কম সংখ্যা হবার পরেও ওনার মানসিক সাহস অনেক বেশি ছিল। সর্ব শক্তিমানের আশীর্বাদে উনি একটা বড়ো যুদ্ধের জন্য পুরো তৈরী ছিলেন। একদম শান্ত ভাবে এবং খুব সাবধানে গুরুজী পরবর্তী যুদ্ধের নীতি তৈরী করছিলেন।

দাদা-কে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখে সাহেবজাদা জুঝর সিংহ যার বয়েস মাত্র পনেরো বছর ছিল, নিজের বাবার থেকে দাদার মতন যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহ জি খুব খুশি খুশি ওনাকে সত্যের জন্য যুদ্ধের ময়দানে পাঠালেন। সারা সংসারের ইতিহাসে কোনো জায়গায় এমন কোনো প্রমান নেই যেখানে এতো কম জনের বিরুদ্ধে এতো বড়ো সেনাবাহিনী পাঠানো হয়।

৭ ডিসেম্বর ১৭০৫ বৈকাল সময়ে সাহেবজাদা শেষ লড়াইয়ের জন্য দরজা থেকে বেরিয়ে যুদ্ধের ময়দানে নামলেন। "সৎ শ্রী অকাল" বলে শত্রু সেনা কে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন। শত্রুসেনা গুরু গোবিন্দ সিংহজীর সুপুত্র কে যুদ্ধের ময়দানে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারা পুরো শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাহেবজাদা এবং ওনার সাথী পুরো শক্তি দিয়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। দিনের শেষ দিকে সাহেবজাদা যুঝার সিং সেখানেই শহীদ হয়ে গেলেন যেখানে ওনার দাদা শহীদ হয়েছিলেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহজী পুরো দৃশ্য ওপর থেকে দেখছিলেন যে কেমন করে ওনার সুপুত্র বিপরীত পরিস্থিতিতে এতো সাহস করে লড়াই করলেন। এই দৃশ্য দেখে গুরু জী বাহেগুরুজী (ঈশ্বর) কে ধন্যবাদ জানালেন।

ছোট সাহেবজাদা

বাবা জোরাবর সিংহ
বাবা ফতেহ সিংহ

সাহেবজাদা জোরাবর সিংহজী, গুরু গোবিন্দ সিংহ জীর তৃতীয় সুপুত্র ছিলেন। ওনার জন্ম মাতা জীতো জীর গর্ভে ১৭ নভেম্বর ১৬৯৬ এ আনন্দপুরে হয়ে ছিল। ৫-৬ ডিসেম্বর রাত্রি কালে যখন আনন্দপুর ছাড়তে হলো, তখন ওনার বয়স মাত্র ৯ বছর।

৫ ডিসেম্বর ১৭০০ তে ওনার মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা যুঝার সিংহ এবং ছোট্ট ভাই বাবা ফতেহ সিংহ ওনার ঠাকুরমা মাতা গুজরী জীর (গুরু গোবিন্দ সিংহ জীর মাতা) লালন পালনে বড়ো হয়েছিলেন । বাবা ফতেহ সিংহ জীর জন্ম ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৬৯৯ তে হয়ে ছিল।

মাতা গুজরী জী দুই ভাইয়ের দায়িত্ব নিয়ে আনন্দপুর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ঘোড়ার ওপরে বসে যখন সর্সা নদী পার করছিলেন, জলের বেগের জন্য তিন জন গুরু গোবিন্দ সিংহজী এবং বাকি দলথেকে আলাদা হয়ে গেলেন। উনি ঘন জঙ্গল এবং বন্য পশুদের আক্রমণের ভয় থাকা সত্ত্বেও খুব সাহসের সাথে গুরবানী স্মরণ করতে করতে এগিয়ে চললেন। মাতা জী শিখ ইতিহাসের গাথা শুনিয়ে ওদের কষ্টের যাত্রা কে সহজ করার চেষ্টা করলেন।

ওনার রান্না করার লোক গাঙ্গু ব্রাম্মনও নদী পার করে নিলো এবং তিন জন কে নিজের বাড়ি খেড়ি গ্রামে (এখন মরিন্ডার কাছে ,যার বর্তমানের নাম সহেড়ী, জিলা রোপর) নিয়ে আসলেন। ঘোড়া থেকে ওদের কে নামাবার সময় ওর নজর একটা ঘোড়ায় রাখা বস্তার ওপরে পড়লো, যার ভেতরে টাকা এবং গহনা ছিল। ওই দেখে ওর মনে লোভ এসে গেলো। রাত্রির সময় ও শুধু বস্তা চুরি করেই থামেনি বরং সরকার কে খবর দিয়ে পুরস্কার নেওয়ারও লোভ হয়েছিল।

ও শুনেছিল যে গুরু গোবিন্দ সিংহ বা ওনার পরিবারের লোক কে গ্রেফতার করাবার জন্য নবাব পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন। এই কথার জন্য ওর মনে দ্বিধা এসে গেলো যে এদের কে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়ে নিজ দায়িত্বে পালন করবে নাকি নবাবের কাছ থেকে পুরস্কার নেওয়া সঠিক হবে। কিন্তু ওর লোভ ওকে মোরিন্ডার সৈনিকদেরকে বাড়িতে ডেকে নিলো।

১৭০৫ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে মাতা গুজরিজী, বাবা জোরাবর সিংহ এবং বাবা ফতেহ সিংহজী কে সৈনিক রা বন্দী করে নিলো। রাত্রিবেলা কোতয়ালী তে নিয়ে রাখল।

দুটি সাহেবজাদা সারা রাত্রি শিখ দের সাহসের,গুরু অর্জনদেব জীর এবং গুরু তেগবাহাদুর জির শহীদ হবার গাথা ওনার প্রিয় ঠাকুরমার থেকে শুনলেন। পরের দিন ওদের কে সরহন্দ পাঠানো হলো যেখানে রাস্তায় প্রচুর লোক ওদের বন্দী হবার খবর পেয়ে একত্রিত হয়েছিল। মানুষরা অনেক চিন্তায় ছিল যে এতো ছোট সাহেবজাদা এবং ওদের বয়স্ক ঠাকুরমাকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু নির্ভীক এবং সাহসী সাহেবজাদা দের কে দেখে মানুষরা বলছিলেন "সাহসী পিতার সাহসী সন্তান"।

সরহিন্দ পৌঁছানোর পর ওনাদের কে ঠান্ডা বুর্জে রাখা হলো। ভাই মতি মেহরা, গুরু জীর একজন শিষ্য যখন খবর পেলো যে সাহেবজাদা এবং মাতা জী কে ভারী শীতের সময় খালি পেট অবস্থায় ঠান্ডা বুর্জে রাখা হয়েছে, ও নিজের প্রাণের ভয় এবং শাসকের ভয় না করে গরম দুধ ওদের জন্য নিয়ে গেলেন। সাহেবজাদা কে দুধ দেওয়ার পরিণামে পরে ওকে এবং ওর পরিবার কে কোহলুর ভেতরে পিষিয়ে মেরে শাস্তি দেওয়া হলো।

১৭০৫ সালের ৯ ই ডিসেম্বর দুই সাহেবজাদা কে ফৌজদার নবাব ওয়াজির খানের কাছে পেশ করা হলো। ওয়াজির খান চামকৌর থেকে এসেছিলো এবং তার সঙ্গে ছিলেন মালেরকোটলার নবাব শের মোহাম্মদ খান। ওয়াজির খান সাহেবজাদা কে ইসলাম ধারণ করার জন্য ওদের মুক্তি দেওয়ার এবং সঙ্গে অনেক রকমের প্রলোভন দিলো। কিন্তু সাহেবজাদারা ওর প্রলোভন খারিজ করে দিলেন।

ওনাদের কে মৃত্যুর ভয় দেওয়া হলো, কিন্তু ওনারা ভয় পেলেন না। শেষে মৃত্যু দন্ডের আদেশ হলো। "শের মহম্মদ খান" শিশু দের মৃত্যু দন্ডের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিরোধ জানালো এবং ওয়াজির খান কে এই রকমের অমানবিক কার্য করার জন্য বারণ করল।

ওয়াজির খানের মন্ত্রী "সুচ্চা নন্দ" নিজের মালিক কে খুশি করার জন্য এবং ওর খোষামদ করার জন্য ওর আদেশের খুব সমর্থন করে বলল 'এদের কে শীঘ্রই শাস্তি দিয়ে দেওয়া উচিত' এবং সাপের বাচ্চা কে জন্ম নেওয়ার সময়েই মেরে দেওয়া উচিত। কিন্তু শের খানের বিরোধের জন্য ওদের কে ইসলাম ধারণ করার প্রলোভন দিয়ে বিচার করার কিছু সময় দেওয়া হলো।

সাহেবজাদা জোরাবার সিংহ এবং ফতেহ সিংহ আরো দুই দিন কড়া শীতে ওনার ঠাকুরমার সঙ্গে ঠান্ডা বুর্জের ওপরে কাটালেন।

পরের দিন আদালতে যাওয়ার আগে মাতাজী দুটো নাতিকে আলিঙ্গন করে শিখ রেওয়ায়েতের খেয়াল রাখার জন্য বোঝালেন এবং আশীর্বাদ দিলেন। সাহেবজাদা ওনাকে কথা দিয়ে খুশি খুশি বিদায়ী নিলেন। ওনাকে নবাবের আদালতে নিয়ে যাওয়া হলো।

উনি দেখলেন যে বড়ো দরজা বন্ধ আছে, ভেতরে যাওয়ার জন্য শুধু একটা ছোট্ট জানালা খোলা আছে। উনি আগে পা ঢুকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং মাথা ঝোকালেন না। ভেতরে প্রবেশ করে সবাই কে শিখ স্লোগান দিয়ে প্রণাম করলেন :

"বাহেগুরু জী কা খালসা , বাহেগুরু জী কি ফতেহ।
খালসা পরমেশ্বরের প্রিয় এবং পরমেশ্বরের সব সময় জয়ী।"

ওদের নির্ভয়তা দেখে আদালতের সব লোক খুব আশ্চর্য হলেন। নবাব ওয়াজির খান ওনাকে ইসলাম ধারণ করার জন্য প্রলোভন দিলেন। দুই সাহেবজাদা এক সুরে উঁচু আওয়াজে বললেন "আমরা দুনিয়ার দৌলতের পরোয়া করিনা। আমরা নিজের ধর্ম্মের ত্যাগ কোনো মতেই করবো না।"

নবাব ওদের কে রাজি করার আবার চেষ্টা করলো এবং বললো "তোমরা ছোট আছো, তোমাদের খেলার এবং মজা নেওয়ার বয়েস আছে। যদি তোমরা আমার শর্ত মেনে নাও, তোমাদের জীবন আনন্দময় হবে এবং সব রকমের খুশি পাবে।"

কিন্তু ছোট সাহেবজাদা নিজের ধর্ম রক্ষার জন্য সব রকমের বলিদান দেওয়ার জন্য তৈরী ছিল। সাহেবজাদা যুঝার সিংহ নির্ভয়ে বললো 'আমরা জুলুম এবং অবিচারের বিরুদ্ধে লড়ছি। আমরা গুরু গোবিন্দ সিংহ জীর পুত্র, গুরু তেগ বাহাদুরজীর নাতি এবং গুরু অর্জন দেবজীর বংশ। আমরা ওনাদের নির্দিষ্ট পথে চলব, আমরা সব রকমের বলিদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।

দেওয়ান সূচ্চা নন্দ এসে বললেন - "যদি তোমাদের কে ছেড়ে দেওয়া হয়ে তাহলে তোমরা কি করবে ?"

সাহেবজাদা জোরাবর সিংহ উত্তর দিলেন - "আমরা জঙ্গলে যাবো, আরো শিখ কে একত্রিত করবো, ভালো ঘোড়া নিয়ে সেনা তৈরী করে যুদ্ধের ময়দানে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।

সুচ্চা নন্দ উত্তর শুনে অবাক হয়ে গেলো এবং নবাব ওয়াজির খান কে বললেন - "যখন এই বাচ্চারা বড়ো হয়ে যাবে, এরা সরকারের বিরুদ্ধে লড়বে, এদের ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না, শীঘ্রই শাস্তি দিন।"

দুইজন সাহেবজাদা আদালতের কথা গুলো কে গুরুত্ব না দিয়ে নির্ভীক হয়ে নিজের মধ্যে কথা বলতে থাকলেন। আদালতে উপস্থিত লোকেরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে যেখানে এদের জীবন এবং মৃত্যুর ফয়সলা হচ্ছে কিন্তু এদের চেহারা তে কোনো ভয় নেই।

দুজনই দৃঢ় ছিলেন এবং ১১ ডিসেম্বর ১৭০৫ এ দেওয়ালে জীবন্ত বন্দি করে দেওয়ার আদেশ করা হলো। ওরা নির্ভীক হয়ে আদেশ শুনলেন কিন্তু দরবারে হাজির লোকরা অবাক হয়ে গেলেন। মালেরকোটলার নবাব প্রতিরোধ করলো যে এতো ছোট শিশুদের কে এতো কঠিন শাস্তি দেওয়া ঠিক নয় এবং বাবার প্রতিশোধ বাচ্চাদের থেকে নেওয়া কোনো মতেই ঠিক নয়।

নবাব ওয়াজির খান প্রতিরোধ খারিজ করলেন। সাহেবজাদা দের কে আবার ঠান্ডা বুর্জে পাঠানো হলো। ওরা সারাদিনের ঘটনা গুলো নিজের ঠাকুরমা কে বললেন। মাতাজী ওনার সাহসপূর্ণ কাজের জন্য আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ দিলেন। উনি বললেন যে তোমরা নিজের শহীদ দাদু এবং সাহসী বাবার সম্মান রেখেছ। ভগবান সব সময় তোমাদের রক্ষা করবেন।

এক বার আবার ওনার ধর্ম পরিবর্তন করার কথা ফিরিয়ে দেওয়ার পর ওনাকে দেওয়াল তোলার স্থানে নিয়ে যাওয়া হল। দুজন কে এক সঙ্গে দাঁড় করানো হল। কাজী ওদেরকে ইসলাম ধারণ করে, জীবন বাঁচানোর জন্য রাজি করার চেষ্টা করলো কিন্তু সব ব্যর্থ হল। ওরা দৃঢ় ভাবে বললেন "আমরা নিজের ধর্মের ত্যাগ করব না, মৃত্যু আমাদের কে ভয়ভীত করতে পারে না।"

ওরা গুরুবানী উচ্চারণ আরম্ভ করে দিলেন এবং জল্লাদরা এক এক করে ইটের দেওয়াল তুলতে লাগলেন। ইতিহাস অনুযায়ী বলা হয় , যখন দেওয়াল বুকের সমান হলো একবারে দেওয়াল ভেঙে পড়ল। যখনই দেওয়াল পড়ল ততক্ষণে সাহেবজাদারা ও জ্ঞান হারিয়েছেন। জ্ঞান আসার পর আবার ওনাকে ইসলাম ধারণ করার জন্য বলা হল। ওনারা আরও এক বার মানা করে দেওয়ার পর বাবা জোরাবার সিংহ এবং বাবা ফতেহ সিংহ কে শহীদ করে দেওয়া হল।

বয়স্ক মাতা গুজরিজী যিনি কিছু দুরে ঠান্ডা বুর্জে বন্দি ছিলেন খবর পেয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। উনি নিজের নাতিদের সঙ্গেই মুক্তি পেলেন। সারহিন্দ তে অমানবিক কার্যের জন্য জনআক্রোশ ছড়িয়ে গেল। সবাই গুরু গোবিন্দ সিংহজীর পুত্র দের সাহসি কার্যের জন্য খুব ই প্রশংসা করলেন।

পরের দিন সারহিন্দের সম্পন্ন ব্যবসায়ী দেওয়ান টোডর মল তিন জনের মৃত দেহের অন্তিম সৎকার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। উনি নবাবের সঙ্গে দেহ সৎকারের জন্য জমি চাইলেন। নবাব জমির ওপরে সোনার মোহর বিছিয়ে দেওয়ার শর্ত আরোপ করলেন। দেওয়ান টোডর মল এই শর্তে রাজি হয়ে যান।

গুরু গোবিন্দ সিংহ জীর দুই সুপুত্র এবং ওনার বৃদ্ধ মায়ের সম্মান সহ অন্তিম সৎকার করা হল।

মানব ইতিহাসে এই রকমের বলিদানের কোনো প্রমান নেই। সাহেবজাদা জোরাবর সিংহ মাত্র আট বছর এবং সাহেবজাদা ফতেহ সিংহজী ছয় বছরের ও কম ছিলেন। ওনাকে দেওয়ালে জীবন্ত বন্দি করে শহীদ করে দেওয়া হলো কিন্তু ওনারা সরকারের সামনে ঝুঁকলেন না।

ভয়াবহ পরিণতি এবং মৃত্যুর হুমকির পরেও তারা বললেন "তোমরা হয়তো আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য জানো না ,আমাদের মহান পরিবারের ইতিহাস তৈরী হল।" যেখানে দেহ সৎকার করা হয়েছিল সেই জায়গাটা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে মূল্যবান স্থান বলে বিবেচিত হয়।

সরহান্দের পাশে ফতেহগড় সাহেবে এই ভয়াভহ ঘটনার স্থানে চারটি স্মরণ-স্থল তৈরী করা হয়েছে। প্রতি বছর ২৫ থেকে ২৮ ডিসেম্বর শহীদ স্মরণে একটা ধর্মীয় সমাবেশ আয়োজন করা হয়।

যখন গুরু গোবিন্দ সিংহ জী রায়কোটে ছিলেন, নুরা মাহি এসে ছোট সাহেবজাদার শাহাদাতের খবর দিলেন।
খবর শুনে গুরুজী নিজের তীরের ফলা দিয়ে একটা ঘাস ছিড়ে ফেললেন এবং ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে এমন ভাবেই মুঘল সাম্রাজ্যে পতন হবে। তিনি ঔরংজেব কে লিখে পাঠালেন, যদি একটা শিয়াল বিশ্বাসঘাতক এবং চতুর হয়ে একটা সিংহের বাচ্চা কে মেরে দেয় কিছু যায় আসে না। সিংহ তোমার ওপর আঘাত করে প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরী আছে।

সাহেবজাদাদের শহীদ হওয়ার খবর শুনে দেশের মানুষের মনে ক্রোধের বিকাশ হল।সরহন্দের নবাব ওয়াজির খান এদেশের দুই নাবালক সাহেবজাদাকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছিল।এই কারণে সরহন্দের শিখদের জন্য অভিশপ্ত শহর হয়ে গেল। নভেম্বর ১৭০৮ সালে গুরু গোবিন্দ সিংহ জীর মৃত্যুর পরে "বাবা বন্দা সিংহ বাহাদুর" (১৬৭০ - ১৭১৬) খালসা পতাকার (Nishan Sahib) তলায় এসে সরহন্দের ওপরে তীব্র আক্রমণ করলেন।তাতে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে "চাপ্পার চিরির" যুদ্ধে ১২ ই মে ১৭১০ এ ওয়াজির খান পরাজিত হলেন। শাস্তি স্বরূপ ওয়াজিদ খানের দুই পা ঘোড়ার সাথে বেঁধে রাস্তায় ফেলে গোটা শহরে ঘোরানো হয়। সূচ্চা নন্দ এর নাকে দড়ি দিয়ে টানা হয়। ১৪ ই মে থেকে সরহন্দ শহর শিখ অধিকৃত হয়ে যায়।
চার সাহেবজাদার শাহাদতের পরে দমদমা সাহেব, তালওয়ান্দি সাবো তে গিয়ে গুরু গোবিন্দ সিংহজী শিখদের কে সম্বোধন করে বলেছিলেন-

" ইন পুত্ররন কে শিষ পর্ ওয়ার দিয়ে সুত্ চার, চার মুয়ে তো কেয়া হুয়া জীবিৎ কেই হাজার "।

(আমি আমার হাজার হাজার শিখ পুত্রের জন্য চার টি পুত্র বলিদান করে দিলাম, চার মরে গেলে কি হলো আমার তো হাজার হাজার জীবিত আছে)।